জীবননগরে জামায়াতের যুব বিভাগের মোটর সাইকেল শোডাউন ও গণসংযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি নমিনী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিনের পক্ষে জীবননগর উপজেলা হাসাদহ ইউনিয়ন যুব বিভাগের উদ্যোগে মোটর সাইকেল শোডাউন ও হাট-বাজারে গণসংযোগ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টার সময় হাসাদাহ ইউনিয়ন জামায়াত অফিস থেকে জীবননগর উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটনের নেতৃত্বে ইউনিয়নের হাসাদাহ বাজার, বকুন্ডিয়া, কাটাপোল ও মাধবপুর গ্রামে ব্যাপকভাবে মোটর সাইকেল শোডাউন করা হয়। মোটর সাইকের শোডাউন শেষে মাদবপুর সাপ্তাহিক হাটে জনসংযোগ করেন যুব বিভাগের নেতৃবৃন্দ।

জনসংযোগকালে যুব নেতৃবৃন্দ বলেন, দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুষের প্রিয় প্রতীক। দাড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিতে যাবে জনগণ। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা যুব বিভাগের সহ-সভাপতি যুবনেতা মোমিনল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, হাসাদাহ ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি লাল্টু মিয়া, হাসাদাহ ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি আব্দুল মোতালেব, সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মাাস্টার সেক্রেটারি জহিরুল ইসলাম জাদু, হাসাদাহ ইউপি সদস্য জামায়াত নেতা আরিফিন মিয়া, জামায়াত নেতা ইসমাইল হোসেন, ইদ্রিস আলী, ইউনিয়ন যুব নেতা আহাদ আলী, ইমরান হোসেন, আবু হাসান, শাহিন উদ্দীনও মাসুম মিয়া প্রমুখ।

জীবননগরে ইসলামী ব্যাংকের সামনে কর্মজীবী ও কর্ম প্রত্যাশীদের মানববন্ধন

জীবননগরে ইসলামি ব্যাংক সহ সকল ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ অঞ্চলের একগুচ্ছ অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে অবিলম্বে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী চাকরি প্রত্যাশী পরিষদ।

গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে জীবননগর চ্যাংখালী রোডে ইসলামী ব্যাংকের সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ইসলামি ব্যাংক গ্রাহক ফোরামের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মো.ইব্রাহিম খলিল।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২০১৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এস আলম কতৃক সকল অবৈধ নিয়োগ বাতিল করতে হবে। মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য লোক নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এস আলম কতৃক বিদেশে পাচার কৃত সকল অর্থ ফেরত আনতে হবে। যেসকল ব্যাংক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গ অপপ্রচার ছড়িয়ে ব্যাংকের সুনাম নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

জীবননগরে পুলিশের অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ১০

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৯ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এবং ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার ও আজ রবিবার জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ

অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিরা হলেন— উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার সর্দারের মেয়ে জরিনা খাতুন (৫৪) ও নুরুন নাহার খাতুন (৪১), আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকা গ্রামের সিদ্দিক মণ্ডলের ছেলে ছাব্বির হোসেন (২১), একই গ্রামের মৃত নুর মিয়ার ছেলে সবুজ ইসলাম (২৮), মৃত ফয়উদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২২), বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার আলী সর্দারের ছেলে জামাল হোসেন (৫৫), জাহাঙ্গীর হোসেন (৪২), বাবুল সর্দার (৫২) ও ফুলু খাতুন (৪৩)।

অন্যদিকে, গোয়ালপাড়া গ্রামের মৃত যোগেন্দ্র নাথের ছেলে রাজু মণ্ডল (৬০) কে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে ও মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। আটককৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

জীবননগরে হোন্ডা মোটরসাইকেল শোরুমের শুভ উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে হোন্ডা মোটরসাইকেল নতুন শোরুম ‘জাকির হোন্ডা’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে জীবননগর কালিগঞ্জ রোড সংলগ্ন জীবননগর থানা মডেল পাইলট হাইস্কুলের সামনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাকির হোন্ডার স্বত্বধিকারী জাকির হোসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) শাহ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক তাজুল ইসলাম, জীবননগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর হাসান, সহ প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শোরুমের স্বত্বাধিকারী জাকির হোসাইন অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,স্থানীয় গ্রাহকদের উন্নত মানের মোটরসাইকেলের সেবা দিতে ‘জাকির হোন্ডা’ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। এছাড়াও এই শোরুমে হোন্ডা মোটরসাইকেলের সকল প্রকার খুচরা যন্ত্রাংশ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হবে। আমরা গুণগত মানে বিশ্বাসী। সুতরাং মোটরসাইকেল প্রেমীদের জন্য হোন্ডার সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আলোচনা শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকবৃন্দের উপস্থিতিতে ফিতা ও কেক কেটে শোরুমের শুভ সূচনা করা হয়।

জীবননগরে জেলা বিএনপির সভাপতির বাড়িতে পূজা পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ,জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জীবননগর,দামুড়হুদা,চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা,দর্শনা থানা সহ তিতুদহ-বেগমপুর-গড়াইটুপি ইউনিয়নের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সাথে শারদীয় দুর্গা উৎসব শেষে পূজা পূর্ণমিলনী ও মতবিনিময় সভা করেন।

শুক্রবার সকাল ১১ টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র আন্দুলবাড়ীয়াস্থ নিজ বাসভবনে এ সভার আয়োজন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদে বাবু জয়ন্ত কুমার সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ মিল্টন,জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহজাহান আলী। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের মধ্যে ৫৬ টি পূজা মন্ডপে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,জেলা হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রিস্টান ফান্ডের সভাপতি উৎপল বিশ্বাস,জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম দেবনাথ,বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু হেমন্ত কুমার সিংহ রায়,বাবু সুরেশ কুমার আগরওয়ালা,যাদব কুমার প্রামানিক,স্বপন চক্রবর্তী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা পলাশ কুমার সাহা,জীবননগর উপজেলা কমিটির বাবু রমেন কুমার বিশ্বাস,জীবননগর উপজেলা পূজা উৎযাপন কমিটির সভাপতি সুশান্ত সাহা,সাবেক সভাপতি বিজয় কুমার হালদার,দর্শনা পৌর থানা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বাবু স্বরূপ কুমার দাস,গীতা পাঠ করেন পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আগামিতে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সাথে নিয়ে এলাকায় উন্নয়ন মূলক কাজ করবো।

কোন জাতি গোষ্ঠী নয় সমাজে আমরা একে অপরের হয়ে থাকবো।

মুসলিমরা যেমন ঈদগায় যেয়ে নামাজ পড়ে সেখানে কোন পাহারাদার দিতে হয় না। তা হলে পুজা হলে কেন মন্দির পাহারা দিতে হবে।এগুলো আমাদের সচেতনতার অভাব এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে তার জন্য আমাদের সকলকে ভালো মনের মানুষ হতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু হেমন্ত কুমার সিংহ রায় ও বাবু নারা ।

দাড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিতে যাবে জনগণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি পদপ্রার্থী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিন জীবননগর শহরে বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় তিনি জীবননগর জামায়াত অফিস থেকে জীবননগর শহরের চ্যাংখালী রোড পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে গণসংযোগ করেন। গণসংযোগ কালে তিনি বলেন, দাড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিতে যাবে জনগণ।

জামায়াতে ইসলামী সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠি চাওয়া পাওয়া কে মাথায় নিয়ে দেশ পরিচালনা কররে। দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুসের প্রিয় প্রতীক। তিনি বলেন, যারা আপনাদের বন্ধু হবেনা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন। আমরা আপনাদের উত্তম বন্ধু হতে চাই।

জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে এ দেশে উন্নতি আর দূর্নীতি একসাথে চলবে না। সবরকম দূর্নীতিকে জাদুঘরে পাঠানো হবে।

টাকা ছাড়াই আপনার সন্তানকে চাকুরির ব্যবস্থা করতে চাই। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। জীবননগর হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে স্বাস্থ্য সেবার মান আরো উন্নত করা হবে। তিনি আরো বলেন, বৈচিত্রময় কৃষি প্রধান জীবননগর এলাকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারি এডভোকেট আসাদুজ্জামান, জেলা তালিমুল কুরআন বিভাগের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দীন, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিনি পরষিদের সভাপতি মাওলানা হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজলো আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমীর সাখাওয়াত হোসেন, হাফেজ বিল্লাল হোসেন, জীবননগর উপজলোর সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আবু বকর, মাওলানা সাইদুল হক, আইটি সম্পাদক হারুন অর রশীদ, উপজেলা কর্ম পরিষদ সদস্য মাওলানা আল আমিন, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি কামাল উদ্দীন, জীবননগর পৌর আমীার হাফেজ

ফিরোজ হোসেন, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, পৌর সেক্রেটারি ইব্রাহিম খলিল, জামায়াত নেতা শফিকুল ইসলাম, মোজাম হোসেন মিয়া, আতিয়ার রহমান, গোলাম মোস্তফা, পৌর যুব সভাপতি আরিফুল ইসলাম জোয়ারদ্দার, শ্রমিক নেতা সিরাজ উদ্দীন, মোহাম্মদ আলী, যুবনেতা মোমিনল ইসলাম, আব্দুল মোতালেব, মোস্তাফিজুর রহমান মিলন, আলমগীর হোসেন, মোঃ সুজন মিয়া, সায়মুম শাহরিয়ার প্রমুখ।

জীবননগর সীমান্ত থেকে এক বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্ত থেকে বিএসএফ বদরউদ্দীন নামে এক বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে।

আজ বুধবার বেলা ১১টার সময় ভারতের নোনাগঞ্জ ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। বদরউদ্দীন (২৬) জীবননগর উপজেলার বেনীপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে।

গ্রামবাসী জানায়, বদরউদ্দীন গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার সময় বেনীপুর গ্রামের ডিসপুট মাঠ দিয়ে অবৈধভাবে ৫-৬ মানুষ (ধুর) পাচার করছিলো। এক পর্যায়ে ভারতের নোনাগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদেরকে ধাওয়া করে। এ সময় অন্যরা অন্যরা পালিয়ে গেলেও বিএসএফ বদরউদ্দীনকে ধরে ফেলে। পরে বিএসএফ সদস্যরা বদরউদ্দীনকে নোনাগঞ্জ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়।

বেনীপুর গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য রবিউল হোসেন বলেন, গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে বিএসএফ এক বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে।

মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল রফিকুল আলমের (পিএসসি) সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমরা অসমর্থিত সূত্রে জানতে পেরেছি বিএসএফ এক বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে

গেছে। এ ব্যাপারে আমরা বিএসএফের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

জীবননগরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, আহত আরেক ভাই

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে দুই ভাইকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আরেক ভাই গুরুতর আহত হয়েছেন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার উথুলী ইউনিয়নের মিথে মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উথুলি গ্রামের মাঝেরপাড়ার মৃত খোদা বক্স মণ্ডলের দুই ছেলে আনোয়ার (৫৫) ও হামজা (৪৫)।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে আনোয়ার ও হামজা উথুলি ব্রিজ মাঠে কাজ করতে গেলে ৮-১০ জন লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রথমে হামজা এবং পরে আনোয়ার মারা যান।

একটি সূত্র জানায়, প্রায় চার মাস আগে গরু কেনাবেচা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা গরু বিক্রেতা এবং হামলাকারীরা গরু ক্রেতা বলে জানা গেছে। তবে হামলাকারীদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় উথুলি এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, দুজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আঘাত করা হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই একজন মারা যান, আরেকজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে গরু কেনাবেচা নিয়ে পূর্ব থেকে বিরোধ চলছিল। আজ মাঠের মধ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার খবর পেয়েছি। মরদেহ

হাসপাতালে আছে, ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে।

জীবননগরে পাওয়ারট্রলি থেকে ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার, আটক-২

চুয়াডাঙ্গা জীবননগর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল ও একটি পাওয়ার টিলার সহ ২ জনকে আটক করেছে। গতকাল মঙ্গলবার আনুমানিক রাত সাড়ে ১০টার দিকে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামের ঈদগাহ ময়দানের সামনে থেকে ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল, একটি পাওয়ার টিলার সহ দুইজনকে আটক করা হয়।

আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন, সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুর গ্রামের আব্দুল দাউদের ছেলে আব্দুর রহমান (৩০) ও মহেশপুর উপজেলার শ্রীনাথপুর গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী এনামুল হক (৩৪)।

জীবননগর থানা সুত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলার বিপিএম সেবার নির্দেশে ও জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মামুন হোসেনের নেতৃত্বে এস আই মিজানুর রহমান, সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এসময় বস্তায় ভর্তি পাওয়ার টিলারে রাখা ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ জনকে আটক করা হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামে মাদকবিরোধী একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল, একটি পাওয়ার টিলার সহ দুইজনকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিদের জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

জীবননগর দৌলতগঞ্জসহ তিনটি স্থলবন্দর বন্ধের ঘোষণা

দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর থাকা চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অবস্থিত দৌলতগঞ্জ নীলফামারীর চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, রাঙামাটির তেগামুখ ও হবিগঞ্জের বাল্লা। তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বতী সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়।

এমন খবরে দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দরকে ঘিরে স্থানীয় ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো, তা এখন হতাশায় পরিণত হয়েছে। তবে এই শুল্ক স্টেশন নিয়ে আশাবাদী ছিল জীবননগরবাসী।

জানা যায়, ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর দৌলতগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দরটি শুল্ক স্টেশন হিসেবে চালু ছিল। তবে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৯৭২ সালে এর কার্যক্রম পুনরায় চালু হলেও অজ্ঞাত কারণে এই শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই ও ২০০৯ সালের ১১ জুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবি) আর) প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সকল প্রকার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে। একইসাথে ১৯টি পণ্য আমদানির অনুমতি দেয়।

এরপর ২০১৩ সালের ৩১ জুলাই দৌলতগঞ্জ শুল্ক স্টেশনটিকে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেছিল সরকার। একই বছরের ২৪ আগস্ট তৎকালীন নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্থলবন্দরের উদ্বোধন করলেও আলোর মুখ দেখেনি।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হালিম বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই জীবননগরবাসী আশায় বুক বেধেছিলো এই স্থলবন্দর চালু হবে। স্থানীয় অর্থনীতির সাথে সাথে দেশের উন্নয়ন হবে। আজকে বন্দর বন্ধের সংবাদ শুনে আশাহত হলাম।

আবাসিক হোটেলের ব্যবসায়ী আবু সাঈদ খান জুয়েল বলেন, দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর চালু হবে, এই আশায় আমার বাবা একটি আবিাসক হোটেল চালু করেছিল ২০০০ সালে। তবে বারবার আশা দেওয়া হলেও সেটি বাস্তবায়ন হয়িন। এই সংবাদ জীবননগরবাসীর জন্য দু:সংবাদ। জাসিন মারুফ বলেন,

জীবননগরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিলো এ স্থলবন্দরকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আজকের সংবাদে সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। এই স্থলবন্দর চালিলু হলে বেকারত্ব দূর হতো। একইসাত্থে স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি হতো।

জানতে চাইলে সিঅ্যান্ডএফ এসোসিয়েশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মাজেদুর রহমান লিটন বলেন, আমরা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি। তাতে তারা জানিয়েছে অবকাঠামো কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে। মূলত এটা তো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অধীনে। এনবিআর কিন্তু বন্ধের কোনো ষোঘণা দেয়নি।

তিনি বলেন, একদিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যেমন তাদের কার্যক্রম সীমিত করেছে, অপরদিকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অবকাঠনোর একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছে। মাজেদুর রহমান লিটন আরও বলেন, যেহেতু দেশে এখনও কোনো রাজিনৈতিক সরকার নেই। ভোটের মাধ্যমে পট পরিবর্তন হবে। সুতরাং আমরা দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর নিয়ে আশাবাদী এখনও।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২ মার্চ দেশের চারটি স্থলবন্দর পুরোপুরি বন্ধ রাখার সুপারিশ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। এই স্থলবন্দরগুলো হলো নীলফামারীর চিলাহাটি, চুয়াডাঙ্গার দৌলতগঞ্জ, রাঙামাটির তেগামুখ ও হবিগঞ্জের বাল্লা।